দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 26 MAY 2007
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

উদ্দেশ্য থেকে এখনো অনেক দূরে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

পরীক্ষার সময় নির্ধারণ গ্রহণ ও ফলাফল প্রকাশ ছাড়া কোন কাজই হচ্ছে না

স্টাফ রিপোর্টার

নাগরিক সংহতি কর্তৃক আয়োজিত 'জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কাঠামোগত সমস্যা ও তা সমাধানে করণীয়' শীর্ষক জাতীয় সংলাপে আলোচকরা বলেছেন, শিক্ষা ও গবেষণা একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল উদ্দেশ্য হলেও কিছু পরীক্ষার সময় নির্ধারণ, পরীক্ষা গ্রহণ করা, ফলাফল প্রকাশ করা ছাড়া জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কোন কাজই করছে না। যে উদ্দেশ্য নিয়ে এ প্রতিষ্ঠানটি গড়ে উঠেছিল তার বর্তমান অবস্থান সেখান থেকে অনেক দূরে। জাতীয় সংলাপে আলোচকরা আরো জানান, পৃথিবীর বৃহত্তম এ বিশ্ববিদ্যালয়টিকে যুগোপযোগী করতে হলে এর অবকাঠামোগত পরিবর্তন আবশ্যক।

গতকাল (শুক্রবার) জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত এক জাতীয় সংলাপে প্রফেসর ড. এ এস এম আতিকুর রহমানের সভাপতিত্বে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কাঠামোগত সমস্যা ও তা সমাধানে করণীয় নির্ধারণে জাতীয় সংলাপের ধারণাপত্র উপস্থাপন করেন নাগরিক সংহতির সেক্রেটারি শরিফুজ্জামান শরিফ। ধারণাপত্রে বলা হয়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যলয় অ্যাক্ট ১৯৯২ এর ৩৭ নং ধারা অনুযায়ী এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজসমূহের সকল শিক্ষার্থীর গুনগত মান উন্নয়ন, পাঠ্যক্রম পাঠ্যসূচীর আধুনিকীকরণ ও উন্নতি সাধন এবং শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ও যোগ্যতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে এ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়েছে। কিন্তু যুগের সাথে তাল মিলানোর জন্যই এখন এর কিছু কিছু ধারা পরিবর্তন জরুরি। বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট, সিন্ডিকেট এবং গভর্নিং বডি সম্পর্কিত ধারাগুলোর সংস্কার অত্যন্ত জরুরি। সংলাপ আলোচনায় অন্যান্যের মধ্যে অংশগ্রহণ করেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি ও জাতীয় শিক্ষা কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান প্রফেসর মনিরুজ্জামান মিঞা, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি প্রফেসর আব্দুল মমিন চৌধুরী, ঢাবির ভাষাতত্ত্বের শিক্ষক প্রফেসর সাখাওয়াত আনসারী, ঢাবির আন্তর্জাতিক বিভাগের শিক্ষক প্রফেসর নূরুল মোমেন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ওয়াহিদুজ্জামান মানিকগঞ্জ সরকারী কলেজের প্রিন্সিপাল প্রফেসর আজহারুল ইসলাম আরজু প্রমুখ। জাতীয় সংলাপে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামোগত সমস্যা সমাধানের জন্য এবং শিক্ষার্থীদের শিক্ষার গুনগত মান উন্নয়নের জন্য উপস্থিত আলোচকবৃন্দ বেশ কিছু প্রস্তাবনা তুলে ধরেন। প্রস্তাবনার উল্লেখযোগ্য দিকগুলো হলো– জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ক্ষমতাকে বিকেন্দ্রীভূত করা, এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রো-ভিসি নিয়োগ দেয়া যেতে পারে, ফ্যাকাল্টি পদ্ধতি চালু করা, বেসরকারী কলেজগুলোতে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে গভর্নিংবডির প্রভাব না থাকা, সরকারী ও বেসরকারী কলেজগুলোতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক ও পাঠ্যপুস্তকের ব্যবস্থা করে অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স চালু করা, বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমন্বয়হীনতা দূর করা, পারমানেন্ট সাবজেক্ট এক্সপার্ট শিক্ষক নিয়োগ করা, পরীক্ষক প্যানেল সৃষ্টি করা, দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত কলেজগুলোর সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্কের অস্পষ্টতা দূর করা ইত্যাদি।

ইনকিলাব : জাতীয় প্রেসক্লাবে গতকাল নাগরিক সংহতি গোল টেবিল বৈঠকে উপস্থিত বক্তারা